দেশের স্থায়ী শান্তি ও মানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে

“আমূল পরিবর্তনের অঙ্গীকার”

মূলমন্ত্র ▶ সৃষ্টি যাঁর-আইন তাঁর

নির্বাচনী ইশ্‌তেহার

[illegible]র মৌলিক কর্মসূচি

- সঠিক রাজনৈতিক ধারা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন
- রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, জাতীয় সংহতি ও কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠাকল্পে **সংসদ নির্বাচনে বিকল্প পদ্ধতি প্রবর্তন**
- মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনের শাসন নয়, ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা
- দুর্নীতি সন্ত্রাস দমন নয়, নির্মূলকরণ
- সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয় সাধন
- সকল ক্ষেত্রে সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত করার আহবান
- অসহায় ও দরিদ্র মানুষের কল্যাণে যাকাত ও কর্জে হাসানা প্রচলন

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর নির্বাচনী ইশতেহার'০৮ ঘোষণা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধী মণ্ডলী, আমন্ত্রিত অতিথীবৃন্দ, আন্দোলনের নেতৃবন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার পক্ষ থেকে আগত সাংবাদিক বন্ধুগণ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ।

আমি প্রশংসার সাথে মহান আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। যিনি আমাদেরকে তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধির মর্যাদা দান করেছেন। যিনি আমাদের জীবনকে সুন্দর, সফল ও সার্থক করে গড়ে তোলার জন্য দ্বীন ইসলামকে মনোনীত করেছেন।

দরূদ ও সালাম সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যিনি মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে দিশা দেখিয়েছেন। যিনি মানব জীবনের সকল স্তরে একটি সর্বোত্তম আদর্শ রেখে গেছেন যার অনুসরণে মানবজীবন ধন্য ও উন্নত হয়।

আমি আরও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। বিজয় অর্জন করেছি ১৯৭১ সালের এই ডিসেম্বর মাসেই।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ!

আসন্ন ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণার প্রারম্ভে ভূমিকা হিসেবে কিছু কথা তুলে ধরছি।

দেশের স্থায়ী শান্তি ও মানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে মরহুম হযরত পীর সাহেব চরমোনাই'র (রহ.) নেতৃত্বে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন এর যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৮৭ সালের ১৩ই মার্চ এক রক্তঝরা অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে। আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করীম (রহ.)-এর আপোষহীন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং নিষ্ঠাবান নেতা-কর্মীদের ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে মহান রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবাণীতে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন গোটা বাংলাদেশে একটি মজবুত গণ-ভিত্তির উপর দাঁড় হতে সক্ষম হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অশেষ শুকরিয়া, আমাদের মরহুম আমীরের ইন্তেকালের পর তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ ও কর্মসূচিকে আঁকড়ে ধরে সারাদেশের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের মাঝে ঐক্য, সংহতি ও সক্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। গণ-মানুষের মাঝে আন্দোলনের গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়ে চলেছে। ইসলামপ্রিয় দেশপ্রেমিক জনতার মাঝে আন্দোলনের ব্যাপারে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারির পরিবর্তীত প্রেক্ষাপটে দেশের শান্তিকামী জনগণের একটি বিপুল অংশ আমাদের

আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আশাবাদী হয়ে উঠেছে।

এমনি এক প্রেক্ষাপটে গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ নামক নতুন আইনের আলোকে রাজনৈতিক দল হিসেবে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত হওয়ার অনিবার্য কারণে 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনে'র পরিবর্তে 'ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ' নাম ধারণ করে।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ আজ হাতপাখা প্রতীক নিয়ে জাহেলী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়ে ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গোটা দেশে ১৬৬টি আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তাই আমি নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণার পূর্বে আমূল পরিবর্তনের পেক্ষাপট সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন মনে করছি–

মানব কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য মানবসমাজে যতগুলো সংস্থা গড়ে উঠেছে তন্মধ্যে রাষ্ট্রব্যবস্থাই হল সর্বোত্তম ও কার্যকর পদ্ধতি– এটা সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু রাষ্ট্র থেকে সত্যিকারের কল্যাণ ও কাম্য মানের উন্নয়ন রাষ্ট্রশাসক এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বা সংবিধানের উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মান যত উন্নত হয় দেশও তত উন্নত হয় এবং জনগণও এর সুফল পেয়ে ধন্য হয়। এটা স্বতঃসিদ্ধ সহজ-সরল কথা। শাসন ক্ষমতাকে যদি একটি অস্ত্রের সাথে তুলনা করি, তাহলে এভাবে বলা যায়– অস্ত্রের অপব্যহারের কারণে মানুষের অকল্যাণ এবং যথাযথ ব্যবহারে কল্যাণ নিহীত। অস্ত্রটি যদি নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ব্যবহৃত হয়, তাহলে মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা রক্ষায় সহায়ক হয়। আর অস্ত্রটি যদি ডাকাত-সন্ত্রাসীদের হাতে ব্যবহৃত হয় তাহলে মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। তদ্রূপ রাষ্ট্র শাসনের বেলায়ও এ কথাটি প্রযোজ্য। রাষ্ট্রের শাসকবর্গ যদি সৎ ও যোগ্য হন তাহলে তাদের শাসনে দেশের উন্নয়ন ঘটে, মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাসহ দেশ একটি কল্যাণময় রাষ্ট্রে পরিণত হয়। মানুষের জীবনে ফিরে আসে কল্যাণ, শান্তি ও স্বস্তি। এ ধরণের শাসকবর্গের সাথে জনগণের একটি আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জনগণ ও সরকার হয় একে অপরের পরিপূরক।

অপর পক্ষে রাষ্ট্রক্ষমতা যদি অসৎ, অযোগ্য, দুর্নীতিবাজ দুর্বিত্তের হাতে থাকে তাহলে এ ধরণের রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে জনগণের অকল্যাণ, অশান্তি, দুঃখ-দুর্দশা দিন দিন বাড়তেই থাকে। অসৎ-অযোগ্য শাসকের কারণে দেশে-বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুন্ন হয়। সৎ, যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সঠিক নীতি দরকার। সঠিক নীতি ছাড়া সৎ এবং যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। একটি কথা আছে– শাসক জনগণকে শাসন করে আর নীতি শাসন করে শাসককে। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি যদি সঠিক এবং বাস্তবসম্মত না হয় এবং শাসকবর্গ যদি সৎ ও যোগ্য না হন তাহলে দেশের যে কত দূরাবস্থা হয়, রাজনৈতিক অঙ্গণ যে কত ভয়াবহ হয়, মানুষের জীবন যে কত দূর্বিসহ হয় এর বাস্তব নিদর্শন হল বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গণ ও

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কর্মকাণ্ড; যা ১/১১ -এর প্রেক্ষাপটে নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ ধরণের ভয়াবহ ঘটনা ইতোপূর্বেও বহুবার ঘটেছে। যার কারণে স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরও দেশ শাসনের সঠিক কোন পদ্ধতি গড়ে ওঠেনি। পদ্ধতি যা গড়ে উঠেছে তা অত্যন্ত বিভিষীকাময়, হৃদয়বিদারক, ভয়ঙ্কর জংলী ও বর্বর ঐতিহ্য। স্বাধীনতার ৩৭ বছরে অনেক নেতার পরিবর্তন, দফার পরিবর্তন, সরকার কাঠামোর পরিবর্তন হয়েছে। যেমন কখনও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার, কখনও একদলীয় সরকার, কখনও সংসদীয় পদ্ধতির সরকার, কখনও সামরিক সরকার, কখনও তত্ত্বাবধায়ক সরকার, কখনওবা ইমার্জেন্সী সম্বলিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বাংলার অনেক রূপেরও পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে– কখনও সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নে জাতিকে মোহিত করা হয়েছে, কখনও সবুজ বাংলা গড়ার আশ্বাস দিয়ে জাতিকে বিভোর করা হয়েছে, কখনওবা নতুন বাংলার শ্লোগান উঠেছে; অনেক আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে, অনেক হরতাল ঘেরাও-অবরোধ হয়েছে। এতকিছুর পরও কী উন্নয়ন-উৎপাদনের সুস্থ কোন রাজনৈতিক ধারা এবং সঠিক ও কল্যাণময় দেশ-শাসনের পদ্ধতি গড়ে উঠেছে? আদৌ নয়। বরং রাজনীতি ও দেশ শাসনের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তাহলো বর্বর যুগের গোত্রীয় সংঘাতের আদলে দলীয় সংঘাত, হানাহানি-মারামারির সংস্কৃতি, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার সংস্কৃতি। রাজনীতির কোন সুস্থ ধারা বা সংস্কৃতি না থাকার কারণে স্বাধীনতার পর হতে এ যাবৎ যারা ক্ষমতায় ছিলেন তারা ১২টি অনৈতিক বিষয়ের চরম বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন, যার ফলে স্বাধীনতার সুফল এদেশের মানুষ কখনও পায়নি। অনৈতিক বিষয়গুলো হলো–

১. দুর্নীতি।
২. সন্ত্রাস।
৩. মানবাধিকার লংঘন।
৪. অনুৎপাদন।
৫. বেকারত্ব।
৬. জাতীয় চরিত্র ধ্বংস।
৭. সর্বত্র দলীয়করণ।
৮. ক্ষমতাসীনদের ভাগ্যের চরম উন্নয়ন।
৯. গণতন্ত্রের নামে দলীয়তন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।
১০. জাতীয় অনৈক্য ও সংঘাত।
১১. রাজনীতির নামে ব্যক্তিস্বার্থ, দলীয়স্বার্থ, তথা কায়েমীস্বার্থ প্রতিষ্ঠা।
১২. বিদেশী শক্তির তাঁবেদারী ও মনোরঞ্জনের প্রতিযোগিতা।

দেশীয় সমস্ত গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট এবং বিদেশী জরিপ সংস্থার রিপোর্ট যে দল যখন ক্ষমতায় ছিলেন তাদের নেতা-নেত্রী, দলীয় কর্মী, লেজুড়বৃত্তিক সংগঠনের নেতা-

কর্মী এবং ক্যাডাররাই সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি করেছে। দুর্নীতির সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে। দুর্নীতিকে পাকাপোক্ত ও স্থায়ী করার জন্য সন্ত্রাসবাদ কায়েম করেছে এবং ক্ষমতাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। ক্ষমতাই তাদের সকল দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এমন কোন স্তর নেই, এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে দুর্নীতির থাবা বিস্তার করেনি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসহ এমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের তাণ্ডব ঘটেনি। শুধু দলীয় ক্যাডাররাই নয়, প্রজাতন্ত্রের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীকেও ক্ষমতাসীনরা সন্ত্রাসী কাজে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। শাসক শ্রেণীর এহেন অপকর্মের ফলে আজ গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা একটি জাহেলীসমাজ ও রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এই জাহেলী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ধ্বংস স্তুপ থেকে ১৫ কোটি আদম-সন্তানকে উদ্ধার করার সুমহান লক্ষ্যে আমাদের আজ এই আমূল পরিবর্তনের অঙ্গীকার। জাহেলী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শে ও খোলাফায়ে রাশেদার নমুনায় বাংলাদেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করাই হল আমাদের মূল ভিশন।

এ লক্ষ্যে ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমাদের ইশতেহার ঘোষণা করছি। আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণী ও জনগণের সমর্থনে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করতে পারলে আমরা এ ইশতেহার বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকব ইনশাআল্লাহ।

১. রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন

এ লক্ষ্যে আমাদের কর্মসূচি–

ক. নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় অনুশাসন বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের আত্মিক পরিশুদ্ধিসহ চিন্তা-বিশ্বাস ও কর্মের পরিশুদ্ধি ঘটানো হবে। নৈতিক মূল্যবোধ উন্নয়নের একটি আবহ সৃষ্টি হবে।

খ. জনগণের দুঃখ-দুদর্শার জন্য সবচেয়ে বড় কারণ অসৎ ও অযোগ্য নেতৃত্ব। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সৎ, যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হবে। এ লক্ষ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ইসলামের অনুশাসন পালনে উদ্বুদ্ধ করা, আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত করা, আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ দান করা, সর্বোপরি অসৎ কাজের জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, নিজের বিবেক এবং জনগণের কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত করা হবে।

গ. রাজনৈতিক শক্তিই জাতীয় জীবনের সকল দিক নিয়ন্ত্রণ করে বলে এ ময়দানকে চরিত্রহীন, দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী ও অসৎ নেতৃত্ব মুক্ত রাখতে জনমত গড়ে তোলা হবে এবং সকল রাজনৈতিক দলসমূহকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলা হবে।

ঘ. দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, চিহ্নিত অসৎচরিত্রসম্পন্ন লোকদেরকে দলে স্থান না দেয়ার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলসমূহকে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

২. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, জাতীয় সংহতি ও কার্যকরী সংসদ প্রতিষ্ঠাকল্পে সংসদ নির্বাচনে বিকল্প পদ্ধতির প্রবর্তন

এ লক্ষ্যে আমাদের প্রস্তাবনা নিম্নরূপ:

জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে দল ভিত্তিক; ব্যক্তি ভিত্তিক নয়। প্রত্যেক দল সর্বোচ্চ ৩০০ জন প্রার্থীর ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী জীবন বৃত্তান্তসহ দলীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রকাশ করবে এবং সারা দেশে প্রার্থীদের যোগ্যতা ও দলীয় আদর্শ প্রচার করবে। কোন দল নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক কোন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে পারবে না। ভোটাররা দলকে ভোট দিবেন। সকল দলের প্রাপ্ত ভোট গণনা করে যে ভোট হয় তার ৩০০ ভাগের ১ ভাগ হবে একজন সংসদ সদস্য মনোনীত হওয়ার ভোট। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়– সারা দেশে যদি ৬ কোটি ভোটার তাদের নিজস্ব ভোট প্রদান করেন, তাহলে একজন সংসদ সদস্য মনোনীত হওয়ার জন্য প্রয়োজন ২ লক্ষ ভোট। কোন দল যদি ২ কোটি ভোট পায় তবে তারা তাদের দল থেকে সততা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রকাশিত ক্রমিক অনুযায়ী ১০০ জন সদস্যকে সংসদ সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দিতে পারবেন। এভাবে যে দল যে পরিমাণ ভোট পাবে সেই দল ভোটের আনুপাতিক হারে সংসদ সদস্য মনোনয়ন দিবেন। সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত দল থেকে প্রেসিডেন্ট মনোনীত হবেন, ভোট প্রাপ্তির দ্বিতীয় পর্যায়ে যারা থাকবেন তাঁদের দল থেকে প্রধানমন্ত্রী, তৃতীয় অবস্থানে যাঁরা থাকবেন সে দল থেকে স্পীকার, চতুর্থ অবস্থানে যাঁরা থাকবেন তাদের থেকে ডেপুটি স্পীকার মনোনীত হবেন।

স্ব-স্ব দলের প্রাপ্ত ভোটের অনুপাত হারে মন্ত্রণালয় পাবেন। এ ধরনের নির্বাচনী ব্যবস্থায় কালো টাকা, পেশী শক্তির প্রভাব বন্ধ হবে। এ ব্যবস্থা পরোক্ষভাবে হলেও একটি জাতীয় সরকারে রূপ নিবে। জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠিত হবে। যার ফলে সংসদ হবে কার্যকর। সংসদ বয়কট বন্ধ হবে, রাজপথের সহিংস আন্দোলন বন্ধ হবে। সংসদের ভিতর এবং বাহিরে একটি শান্তির আবহ সৃষ্টি হবে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হবে। সংসদে যোগ্যতা ও মেধার প্রতিযোগিতা হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে– নির্বাচনী এলাকার তদারকি করবে কে? এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হল–

এলাকার উন্নয়ন যেহেতু স্থানীয় সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে, সেহেতু সংসদ সদস্যদের এলাকার তদারকি, উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকি করার প্রয়োজন গৌণ হয়ে যাবে। এ ধরনের নির্বাচনের ফলে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের উন্নয়নের জন্য সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করে দেশকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে পারবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। এ ব্যাপারে আমাদের পক্ষ থেকে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

CamScanner

৩. সন্ত্রাস ও দুর্নীতি নির্মূল

দুর্নীতি-সন্ত্রাস একটি জাতীয় গযব; এ গযব থেকে বাঁচার জন্য দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে দুর্নীতি-সন্ত্রাস শুধু দমন নয় বরং নির্মূলে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ–

ক. দুর্নীতি-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সচেতন করা। এ কাজে সমস্ত প্রচারযন্ত্র, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, মসজিদের ইমাম, আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখসহ সকল ধর্মীয় নেতাদের সমন্বিত ভূমিকা পালনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। জাতীয় জীবনে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের অশুভ প্রভাব পাঠ্যক্রমে সিলেবাসভুক্ত করা হবে।

খ. মানুষের অভ্যন্তরীণ মূল্যবোধকে উন্নত করার জন্য ব্যবহারিক জীবনে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার জন্য জনগণের প্রতি নির্দেশনা জারী করা হবে। একজন সত্যিকারের ধার্মিক মানুষ কখনও অন্যের ক্ষতি করে না, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত হয় না, দেশ ও মানুষের অকল্যাণ চিন্তা করে না।

গ. আদর্শ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষার সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। মানুষের নৈতিকতা রক্ষাকল্পে চরিত্রবিধ্বংসী অপসংস্কৃতি বন্ধ করে সুস্থ কল্যাণধর্মী সংস্কৃতি চালু করা হবে। অনেক বাস্তবসম্মত কারণে দমনমূলক সাজার প্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়। এসব কারণেই সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমনমূলক ব্যবস্থাকে যত অল্প সময়ের জন্য সম্ভব একটি অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে সীমিত রেখে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি নির্মূল কৌশলের দিকে বেশি জোর দিতে হবে।

ঘ. জনপ্রতিনিধিসহ সরকারী, বেসরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী যদি কোন দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়, তাদের তিন গুণ শাস্তির বিধান করা হবে। প্রথমত অপরাধ করার শাস্তি, দ্বিতীয়তঃ ওয়াদা ভঙ্গ করার শাস্তি, তৃতীয়তঃ ক্ষমতার অপব্যবহার করার শাস্তি।

ঙ. বঙ্গভবন থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত সকল অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজারসহ বিভিন্ন স্থানে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, দেশ ও মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ড বন্ধের লক্ষ্যে ধর্মীয় বাণীসহ বিভিন্ন মনীষীদের বাণীসমূহ টাঙ্গিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হবে।

চ. "দুর্নীতি ও সন্ত্রাসকে না বল" এবং "দুর্নীতি, সন্ত্রাসকে ঘৃণা কর" এ বিষয়ে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারণা চালানো হবে।

ছ. সকল স্তরের জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে এবং অবসরকালীন সময়েও দুর্নীতি না করার অঙ্গীকার নেয়া হবে।

৪. সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয় ঘটানো

ধর্মের আসল উদ্দেশ্য মানুষকে সৎপথে পরিচালনা করা। সৎকর্মে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, অসৎ কর্ম থেকে মানুষকে বিরত রাখা। মানুষের কল্যাণে মানুষ এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ করাসহ দেশ, ধর্ম ও মানবতা বিরোধী কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখাই ধর্মের উদ্দেশ্য।

অপর পক্ষে রাজনীতির উদ্দেশ্যই হল মানুষের কল্যাণ করা। রাজনীতির সাথে ধর্মের সমন্বয় না হলে রাজনীতি হয় শোষণের হাতিয়ার। মানুষের জান-মালের নিরাপত্তাসহ সার্বিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা ধর্ম ও রাজনীতির উদ্দেশ্য। যেহেতু উদ্দেশ্য একই সেহেতু এ দু'টি বিষয়ের সমন্বয় ঘটানোর মাধ্যমেই প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা সম্ভব। এ ব্যাপারে আমাদের অঙ্গীকার নিম্নরূপ–

ক. ধর্মের ব্যাপক প্রচার করা হবে এবং ধর্ম-কর্মে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হবে। মানবতা বিরোধী সকল কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখার জন্য ধর্মীয় অনুশাসন বাস্তবায়ন করা হবে।

খ. ধর্মের বিরুদ্ধে যাতে কেউ ব্যক্তিগতভাবে অথবা রাজনৈতিকভাবে কটুক্তি করতে না পারে সে ব্যাপারে আইন পাশ করা হবে এবং কটুক্তিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান করা হবে।

৫. রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক কমিশন গঠন

কমিশন যেভাবে গঠন হবেঃ

সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হবে। সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সততা ও যোগ্যতার মাপকাঠি বিবেচনা করা হবে।

কমিশনের কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

ক. প্রত্যেক দলের গঠনতন্ত্র ও নেতা-কর্মীদের তালিকা পর্যালোচনা করা। দলের মধ্যে যাতে দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী এবং সমাজ বিরোধী লোক কোন পদ-পজিশন না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা; দলকে হুশিয়ার করে দেয়া। দল এ ব্যাপারে ব্যবস্থা না নিলে দলের নিবন্ধন বাতিলের জন্য নির্বাচন কমিশনে সুপারিশ করা।

খ. নির্বাচনী ইশতেহার যাতে ফাঁকা বুলিতে ও বাস্তবতা বিবর্জিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। ঘোষিত ইশতেহারে বর্ণিত ওয়াদা-অঙ্গীকার ও কর্মসূচি কতটুকু বাস্তবায়ন হচ্ছে; প্রতি ছয় মাস পর পর রিপোর্ট পেশ করবেন। যৌক্তিক সময়ের মধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়নের সমন্বয় হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করবেন। যৌক্তিক সময়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হলে প্রাথমিক পর্যায়ে সতর্ক করবেন। সতর্ক করার পরেও যদি ওয়াদা-অঙ্গীকার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে না পারে তবে সরকার ব্যর্থ বলে প্রেসিডেন্টের নিকট রিপোর্ট পেশ করবেন।

৬. মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা

সকল আইনেই যে মানুষের কল্যাণ হয়, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা হয় তার কোন নিশ্চয়তা নেই; বরং অনেক আইন আছে যা দমনমূলক, বাকস্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকার হরণ করে। মানবাধিকার লংঘন করে। যেমন কালো আইন, সামরিক আইন, স্বৈরশাসকের ঘোষিত দমনমূলক আইন। এই সকল আইন প্রয়োগে মানবাধিকার চরমভাবে লংঘিত হয়। মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। খারাপ আইনের শাসনও

খারাপ, শাসনকর্তাও খারাপ। অপর পক্ষে ন্যায়নীতির মাধ্যমে কল্যাণধর্মী আইনের দ্বারা দেশ পরিচালনার নীতিকে ন্যায়ের শাসন বলে। এ শাসন শান্তিময়, এ শাসন কল্যাণময়। এ ধরনের শাসনেই মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়; মানুষের জীবন সুখী হয়।

এজন্য আইনের শাসন নয়, ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের অন্যতম অঙ্গীকার।

৭. শিক্ষা

শিক্ষা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখায়। একটি আলোকিত ও সুসভ্য জাতি হিসেবে বিশ্বে সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাড়ানোর লক্ষ্যে শিক্ষাকে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেব। প্রতিটি নাগরিককে সুশিক্ষিত হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করব।

ক. সৎ, চরিত্রবান, দক্ষ ও আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে নৈতিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় আদর্শের আলোকে ঢেলে সাজানো হবে এবং দেশের সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

খ. দরিদ্র, অসহায়, ইয়াতীম ও প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের জন্যে সকল ক্ষেত্রে অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ দেয়া হবে এবং তাদের জন্যে উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করা হবে।

গ. মসজিদ, মন্দির ও গীর্জা কেন্দ্রিক গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হবে এবং দেশের লক্ষ লক্ষ ইমাম মুয়াজ্জিনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় নিযুক্ত করা হবে।

ঘ. নিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ী মাদরাসা শিক্ষকদের বেতন-ভাতা সরকারী শিক্ষকদের সমান করা হবে।

ঙ. মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল প্রকার হয়রানী ও প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বত্র মেয়েদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে এবং তাদের আলাদা পাঠদানে পর্যাপ্ত নারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে।

চ. আলীয়া মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও স্বাতন্ত্র রক্ষায় ঢাকায় এফিলিয়েটিং ক্ষমতা সম্পন্ন আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

ছ. কওমী মাদরাসা শিক্ষার সরকারী স্বীকৃতি প্রদান ও যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে এবং মাদরাসা শিক্ষতদেরকে দেশ গঠন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার জন্যে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। কওমী মাদরাসা শিক্ষার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ঠিক রেখে সিলেবাসকে যুগোপযোগী ও অভিন্ন করা হবে।

জ. ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নৈতিকতা সম্পন্ন আদর্শ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মৌলিক ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে।

ঝ. গণ-মাধ্যমকে গণ-শিক্ষার কাজে ব্যবহার করা হবে।

ঞ. শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।

৮. কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য উৎপাদন

ক. বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিনির্ভর। অতএব কৃষি উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাছাড়া বর্তমান বিশ্বে খাদ্য ঘাটতির প্রেক্ষাপটে ব্যাপক কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য উৎপাদনে বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধন করতে না পারলে সমূহ বিপর্যয় ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না। তাই ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য উৎপাদনে বৈপ্লবিক অগ্রগতির উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

খ. কৃষিকে একটি সম্মানজনক পেশা হিসেবে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে শিক্ষিত জনশক্তি যাতে কৃষি কাজে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহবোধ করে সে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

গ. কৃষকের ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হবে এবং বয়স্ক-দরিদ্র কৃষকদের জন্য অবসরকালীন সম্মানজনক কৃষিভাতা প্রদান করা হবে।

ঘ. জেগে উঠা চর ও খাস জমি ভূমিহীনদের মাঝে ইনসাফের ভিত্তিতে বণ্টনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে। ভূমি ব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজানো হবে, যাতে চাষীরা ভূমিহীন না হয়ে যায় এবং এক ইঞ্চি জমিও যাতে অনাবাদী না থাকে।

ঙ. কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা হবে এবং সার, ঔষধ, বীজের দাম কমানো হবে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।

চ. প্রতিটি জেলায় একটি করে কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত দেশের সকল স্কুল ও মাদরাসায় কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে।

ছ. দরিদ্র ও পুঁজিহীন কৃষকদের জন্যে কৃষি ব্যাংকের সেবাকে সহজতর করা হবে। কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে নামমাত্র সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ করা হবে এবং ভূমিহীন ও বর্গা চাষীদের বিনা জামানতে কৃষি ঋণ প্রদান করা হবে।

জ. কৃষকরা যাতে কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় এবং ধান, চাল, আলু, পেয়াজ, মরিচ, গম, ভুট্টাসহ কৃষিপণ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারে সে ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দালাল, ফড়িয়া ও মধ্যস্বত্বভোগীদের অবৈধ মুনাফা লুটার পথ বন্ধ করা হবে।

ঝ. কৃষি প্রধান অঞ্চলগুলোতে সেচ ব্যবস্থাকে আধুনিক ও উন্নত করা হবে। হাওড়গুলোকে পরিকল্পিত মৎস্য চাষের আওতায় আনা হবে এবং অবৈধভাবে দখল হয়ে যাওয়া হাওড়গুলো দখলদারমুক্ত করা হবে।

ঞ. মাছ, গোশত, আলু, মাশরুম, টমেটোসহ উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য বিদেশে রফতানীর জন্যে আধুনিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে।

৯. কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচন

বেকারত্ব আমাদের অন্যতম জাতীয় সমস্যা। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এই সমস্যা সমাধানে এবং দারিদ্র দূরীকরণে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

ক. কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ ও অর্থনৈতিক বিধান যাকাত ব্যবস্থাকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো হবে।

আমরা হিসাব করে দেখেছি, যথাযথ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় করা হলে বছরে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা যাকাত আদায় হবে। এই ২০ হাজার কোটি টাকা ইসলামের বিধান অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করলে প্রতি বছর প্রায় ২০ লক্ষ পরিবার তথা এক কোটি দরিদ্র মানুষকে দারিদ্র্যমুক্ত করে স্বাবলম্বী করা সম্ভব। এ প্রক্রিয়ায় শুধু যাকাতের বিধান প্রয়োগের মাধ্যমেই মাত্র ১০ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

খ. শিক্ষিত-বেকার যুবশক্তির কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কৃষি খামার গড়ে তোলার জন্যে প্রত্যেক তফসিলী ব্যাংকে 'করজে হাসানা' শাখা খোলা হবে। এই শাখা থেকে শুধুমাত্র সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে সহজ শর্তে শিক্ষিত বেকার যুব শক্তিকে ঋণ প্রদান করা হবে।

জাতীয় বাজেটে 'করজে হাসানা' খাতে একটি বরাদ্দ রাখা হবে এবং ইসলামের একটি ফযীলতপূর্ণ সুন্দর বিধান করজে হাসানা ফান্ডে টাকা জমা রাখার জন্যে হৃদয়বান বিত্তশীলদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

গ. শিক্ষিত-অশিক্ষিত বেকার জনশক্তিকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ প্রদান করে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ঘ. কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিকে আরো কার্যকরী ও ব্যাপকতর করা হবে। এর সাথে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিও চালু করা হবে।

১০. ভিক্ষুক পুনর্বাসন

ভিক্ষাবৃত্তি একটি জাতীয় অভিশাপ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিক্ষাবৃত্তিকে অপছন্দ করতেন। ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করে। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এই জাতীয় অভিশাপ থেকে রক্ষার জন্যে ভিক্ষুকমুক্ত দেশ গড়ে তুলবে।

এ লক্ষ্যে বিকলাঙ্গ ভিক্ষুকদের পূর্নবাসন করা হবে এবং কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

১১. স্বাস্থ্য

ক. "আরোগ্যের চেয়ে প্রতিরোধ ভাল" এ শ্লোগানের ভিত্তিতে জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলা।

খ. সু-স্বাস্থ্যের জন্য সুষম খাদ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা।

গ. আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা পদ্ধতি চালু করা।

ঘ. প্রত্যেক জেলায় অবস্থিত হাসপাতালসমূহের মান উন্নত করা হবে।

ঙ. চর, দীপাঞ্চল, পাহাড়ী অঞ্চল এবং করিডোর অঞ্চলে উন্নত চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা।

চ. ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করে অন্তত: একজন এম. বি. বি. এস ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত করা।

ছ. জাতীয় ঔষধ নীতি ঘোষণা করা। কম মূল্যে মানসম্পন্ন ঔষধ তৈরি করা যায় এর ব্যবস্থা করা।

জ. বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি যথা– হোমিওপ্যাথী, আয়ুর্বেদিক, ইউনানী বা কবিরাজী চিকিৎসা বিজ্ঞানকে আরও উন্নতকরণ ও মানসম্মতকরণ।

১২. অর্থ

ক. যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি চালু করে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা হবে।

খ. দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। দেশের অঞ্চলে অঞ্চলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

গ. শিল্প ঋণ সহজলভ্য এবং নতুন শিল্প স্থাপন করা হবে।

ঘ. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ঙ. বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের দেশে অর্থ প্রেরণকে উৎসাহিত ও সহজতর করা হবে।

চ. বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা হবে এবং পুঁজি বাজারে আস্থা ফিরিয়ে এনে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সম্প্রসারিত করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

ছ. দেশের অনুন্নত অঞ্চলে বিশেষত: উত্তরবঙ্গে শিল্পায়ন, বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ ও ব্যাংক ঋণের বিশেষ সুবিধা প্রবর্তন করা হবে।

জ. কর প্রদানে সকল স্বচ্ছল নাগরিকদের উৎসাহিত করা হবে।

১৩. জ্বালানী ও বিদ্যুৎ

ক. পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচি সম্প্রসারিত করা হবে।

খ. চাহিদা অনুযায়ী সারাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করা হবে।

গ. রাজধানী ঢাকায় যাতে বিদ্যুৎ ঘাটতি না হয় সে লক্ষ্যে রাজধানীর জন্য আলাদা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

ঘ. গ্যাস সরবরাহ সম্প্রসারণের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ঙ. দেশের স্বার্থ বিবেচনা করে জ্বালানী নীতি প্রণয়ন করা হবে।

চ. পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ছ. বে-সরকারী বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপনে উৎসাহ এবং সহযোগিতা দেয়া হবে।

জ. সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্প্রসারণ করা হবে।

১৪. আইন ও বিচার

ক. কুরআন-সুন্নাহ ও শরীয়া বিরোধী কোন আইন পাশ করা হবে না এবং বিদ্যমান কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন সংশোধন করা হবে।

খ. রাষ্ট্রের কর্ণধার হতে শুরু করে একজন সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত সবাই আইনের চোখে সমান, খোলাফায়ে রাশেদীনের এই নীতি অনুসরণ করা হবে।

গ. বিচার বিভাগ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন পক্ষপাতহীন হবে।
ঘ. বিশেষ ক্ষমতা আইন, জননিরাপত্তা আইনসহ সকল কালো কানুন বাতিল করা হবে।
ঙ. বিনা বিচারে কাউকে কারাবন্দী করা হবে না এবং সকল বিচার কার্য দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে।
চ. স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য কোন নাগরিককে নির্যাতন করা হবে না।
ছ. বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে সততা-যোগ্যতা এবং দলনিরপেক্ষতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হবে।
জ. দেশের সকল নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সহজ করা হবে।

১৫. শান্তি-শৃঙ্খলা-নিরাপত্তা

ক. দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা বিধানকল্পে সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করা হবে।
খ. জনসংখ্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হারে পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো এবং পুলিশ বাহিনীকে আধুনিকীকরণ করা হবে। পুলিশের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকে ফ্রি রেশনিং-এর ব্যবস্থা করা হবে।
গ. সেনাবাহিনীকে দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতিতে সম্পৃক্ত করা হবে।
ঘ. বিডিআরকে শক্তিশালী করা হবে এবং সীমান্ত সুরক্ষায় সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নেয়া হবে।
ঙ. আনসার ও ভিডিপি'র বেতন ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে এবং তাদের আরো ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

১৬. গ্রামীণ উন্নয়ন

ক. প্রতি উপজেলায় প্রয়োজনীয় গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা করে সেখানে ভূমিহীন, ঠিকানাবিহীন মানুষকে পুনর্বাসিত করা হবে। উপজেলার উন্নয়ন কাজে তাদের সম্পৃক্ত করে তাদের আয়ের ব্যবস্থা করা হবে।
খ. পল্লী রেশন চালু করা হবে।
গ. প্রতি ইউনিয়নে ইউনিয়ন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে। এছাড়া ইউপি চেয়ারম্যানের অধীনে একজন সরকারী কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে ইউনিয়নকে উন্নয়নের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

১৭. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন

ক. দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আলোকে সড়ক, রেল ও নৌ-যোগযোগ ব্যবস্থা আধুনিক ও নিরাপদ করা হবে।
খ. দরিদ্র জনগণের যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনের স্বার্থে রেলপথ ও নৌপথকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হবে।
গ. গোটা দেশে সুষমভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে এবং তুলনামূলকভাবে অবহেলিত উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চল ও মঙ্গাপ্রবণ উত্তরাঞ্চলে আধুনিক যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

ঘ. হজ্জ গমনিচ্ছুগণ যাতে তুলনামূলক কম খরচে হজ্জ করতে পারেন, সেজন্যে সমুদ্র পথে জাহাজযোগে হজ্জ পালন করার ব্যবস্থা করা হবে।

ঙ. ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করে লাভজনক খাতে পরিণত করা হবে।

চ. তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হবে।

১৮. পররাষ্ট্রনীতি

ক. ইসলামী আদর্শ, জাতীয় স্বার্থ ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে বিশ্বের সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।

খ. সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, আধিপত্যবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সহ সকল আগ্রাসী তৎপরতার মোকাবেলায় দুনিয়ার সকল মজলুম জাতিসমূহের পক্ষাবলম্বন।

গ. প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম-মর্যাদা রক্ষা করা, কারো অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং সু-সম্পর্কের ভিত্তিতে সহ-অবস্থানের নীতি মেনে চলা।

ঘ. পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা এবং ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে দ্বি-পাক্ষিক ও আঞ্চলিক সমস্যার সমাধান করা।

ঘ. মুসলিম বিশ্বের সংহতি ও উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে।

চ. মুসলিম সংহতি জোরদার করার লক্ষ্যে ইসলামী সভ্যতার পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়ন, ইসলামী সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো, যৌথ সংবাদ সংস্থা, যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যৌথ মুদ্রা এবং মুসলিম জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করা।

১৯. শিল্প ও বাণিজ্য

ক. ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে নতুন শিল্প কারখানা গড়ে তোলা হবে এবং বিদেশী ও প্রবাসীদের বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি করা হবে।

খ. গার্মেন্টস শিল্প রক্ষা ও বিকাশে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হবে।

গ. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিসিক শিল্পনগরী গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হবে।

ঘ. আমদানী নির্ভরতা কমিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য দেশে উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হবে।

ঙ. প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য আমদানীতে শুল্ক লাঘব করা হবে।

চ. বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আমদানী রপ্তানীতে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করা হবে।

ছ. শিল্প রক্ষা ও বিকাশে এবং মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

জ. যে-কোন হারাম পণ্য আমদানী নিষিদ্ধ করা হবে।

২০. নারী ও শিশু অধিকার

ক. কন্যাশিশু লালন-পালনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকতর উৎসাহ প্রদান করেছেন। অতএব কন্যাশিশুর প্রতি সমাজ ও পরিবারে যাতে কোন রকম

অবহেলা বা বৈষম্য করা না হয় এ ব্যাপারে ব্যাপক গণ-সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে।
খ. নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রথা উচ্ছেদে শুধু আইনের যথাযথ প্রয়োগই নয় বরং সামাজিকভাবেও প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।
গ. শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে শালীন নারীসমাজের নিরাপত্তা ও সম্মান সুরক্ষায় কঠোর আইন তৈরি করা হবে।
ঘ. নারীসমাজের অবমাননা, সামাজিক অবক্ষয় ও এইডস প্রতিরোধে পতিতাবৃত্তি, ব্যভিচার ও লিভ-টুগেদার নিষিদ্ধ করা হবে। নারীসমাজের জন্য অবমাননাকর এবং ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য এমন বাণিজ্যিক প্রদর্শনী ও ব্যবহার থেকে নারীসমাজকে বিরত রাখা হবে।
ঙ. স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার এবং বাবা-মা ও স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর শরীয়তসম্মত উত্তরাধিকার সুনিশ্চিত করা হবে। সন্তানের উপর মায়ের অধিকার ও দায়িত্বানুভূতি জাগিয়ে তোলা হবে।
চ. প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর প্রসবকালীন চিকিৎসা ও গাইনী সেবা সুনিশ্চিত করা হবে। ভ্রুন হত্যা নিষিদ্ধ করা হবে।
ছ. গার্মেন্টস-এ কর্মরত বিশাল নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা, আবাসন ও পরিবহন সংকট নিরসনে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
জ. শিশু শ্রম বন্ধে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং পথশিশুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। ইয়াতীম ও অসহায় প্রতিবন্ধি শিশুদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করা হবে।
ঝ. শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিকভাবে সুগঠনে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শিশুখাদ্য ও শিশুপাঠ্য যাতে নির্ভেজাল হয় তা সুনিশ্চিত করা হবে।

২১. অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও নিরাপত্তা

ক. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ অমুসলিম সম্প্রদায়ের সকল প্রকার নাগরিক অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে।
খ. হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ আপরাপর সকল অমুসলিম সম্প্রদায়ের জান-মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধানে কোন রকম বৈষম্য ও শৈথিল্য করা হবে না। তাদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানবিক অধিকার পুরোপুরি সুরক্ষা করা হবে।
গ. সকল উপজাতীয় অধিবাসীর স্বতন্ত্র জাতিসত্তার স্বীকৃতি দেয়া হবে এবং তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও নিজস্ব ঐতিহ্যকে সুরক্ষা করা হবে।
ঘ. সকল অনগ্রসর জাতি-গোষ্ঠীকে শিক্ষা-চাকুরী ও যাবতীয় নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে।
ঙ. সকল ধর্মের নাগরিকদের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সুসম্পর্ক গড়ে তোলা হবে এবং যে-কোন ধরনের সাম্প্রদায়িক উস্কানী ও সংঘাত কঠোরভাবে দমন করা হবে।
চ. সকল ধর্মের নাগরিকদের ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ ও নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ প্রদান করা হবে।

২২. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

ক. শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে শ্রেণী বৈষম্যহীন ও দারিদ্র্যমুক্ত কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ে তোলার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন করা হবে।

খ. মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের চাকুরী প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

গ. পঙ্গু ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বাড়ানো হবে।

২৩. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

ক. বাংলাদেশের জনগণ ইসলামী ভাবধারায় উজ্জীবিত একটি গতিশীল সংস্কৃতির ধারা লালন করে আসছে। আমাদের সাংস্কৃতিক এই ঐতিহ্য রক্ষা ও যে কেনো সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

খ. রেডিও টেলিভিশনের মতো শক্তিশালী গণমাধ্যমকে নৈতিক শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব বিকাশের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

গ. ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী নয় এমন সকল ক্রীড়া ও শিল্পকলা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেয়া হবে।

২৪. রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা

ক. রাজনৈতিক সংঘাত, হানাহানি নিরসনকল্পে আন্তঃদলীয় সংলাপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে।

খ. প্রতিহিংসার রাজনীতি পরিহার করে পারস্পরিক সহনশীল হওয়ার জন্য রাজনৈতিক দল সমূহেকে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

গ. বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ব্যবস্থা করা হবে।

ঘ. স্ব-স্ব ধর্ম পালনে কেউ যাতে কারো বাধার সৃষ্টি করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হবে।

২৫. পরিবেশ

ক. পরিবেশ সংরক্ষণের এবং পরিবেশ দূষণ নিরসণের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

খ. অবাধে গাছ কাটা এবং পাহাড় কাটা বন্ধ করা হবে।

গ. বুড়িগঙ্গাকে দুষণ মুক্ত করা হবে।

২৬. বিবিধ

ক. সকল পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সততা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সম্মানজনক বেতন-ভাতা, আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করা হবে।

খ. অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের পেনশন সর্বশেষ মূল বেতনের সমান করা হবে।

গ. উপজেলা আদালতসহ পূর্ণাঙ্গ উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

ঘ. সকল গণমাধ্যম ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং গণ-মাধ্যম কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

উপসংহার

বিগত সরকারগুলোর শাসনামলে দেশে যে গযব নেমে এসেছে তা থেকে দেশ ও জাতিকে নাজাত দেয়ার লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ নিরলসভাবে কাজ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ আন্দোলন জীবনের সর্বস্তরে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার অংশ হিসেবেই আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে। এ আন্দোলন আল্লাহর আনুগত্য ও জনগণের সেবায় সর্বদাই ব্রতী থাকবে। অতএব দেশবাসীর প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান, ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হাতপাখা প্রতীকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থীদেরকে আপনাদের মূল্যবান ভোট প্রদানের মাধ্যমে জয়যুক্ত করে আমূল পরিবর্তনের গর্বিত বিপ্লবে শরিক হয়ে মানবতার সার্বিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করুন। আল্লাহ দেশ ও জাতির সহায় হোন।

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

CamScanner

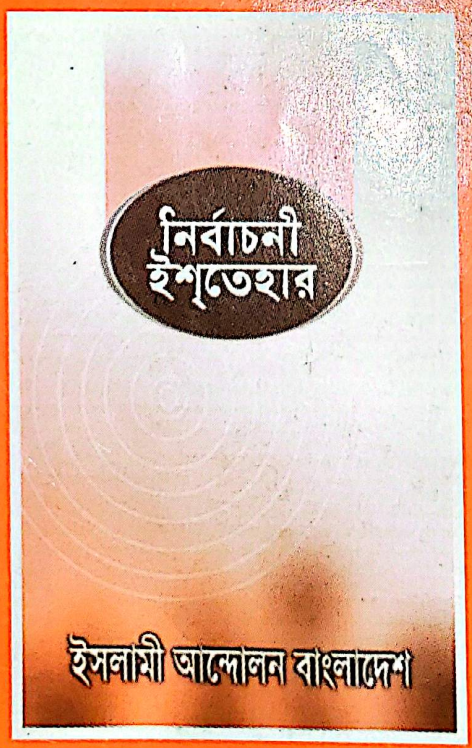
নির্বাচনী
ইশতেহার
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ